اللغة البنغالية

١٠٠ سنة ثابتة

১০০ সুসাব্যস্ত সুন্নত

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

جدة - طريق مكة القديم - كيلو ١٣ خلف شركة الراجحي المصرفية ص . ب : (١٠٢١٣٧) جدة (٢١٣٢١) هاتف : (٦٢٠٠٠٠٥) تحويلة (١١١)

فاكس : (٦٢٤٠٢٩٨) القسم النسائي : (٦٢٤٤٤٤٢) رقم الحساب العام : (٧/٧٤٠٠) شركة الراجحي المصرفية فرع (٢٧٨)

بسم الله الرحمن الرحيم

تشرف بترجمة هذا الكتاب

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الزلفي ١١٩٣٢ - المنطقة الصناعية - ص.ب: ١٨٢

ت: ٠٦٤٢٣٤٤٦٦ الفاكس: ٠٦٤٢٣٤٤٧٧

حساب الطباعة: ١/٦٩٦٠ - الحساب العام: ٣/٦٩٥٩

شركة الراجحي المصرفية - فرع الزلفي

মক্তব তাওয়িয়াতুল জালিয়াত আলজুলফি।

F.G.O. Al-Zulfi 11932 P.O.Box: 182

Saudi Arabia.

Phone: 064234466 - Fax: 064234477

مئة سنة ثابتة

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الثانية: ١٤٢٧/٨ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
مائة سنة ثابتة/ شعبة توعية الجاليات بالزلفي-١٤٢٥هـ
٥٨ ص؛ سم ١٢X ١٧
ردمك : ٢-٦٤- ٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-الأدعية والأوراد أ-العنوان

ديوي ٢١٢،٩٣ ١٤٢٥/٧٣٢

رقم الإيداع : ١٤٢٥/٧٣٢

ردمك : ٢-٦٤ - ٢٠-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات في الزلفي

١٠٠ سنة ثابتة

১০০ সুসাব্যস্ত সুন্নত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)) [رواه البخاري ٦٥٠٢]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করেছি তা দ্বারাই আমার অধিক নৈকট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল কাজের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি।যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে, আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় কামনা করে, তাহলে

আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যা করার ইচ্ছা করি, সে ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি না কেবল মু'মিনের আত্মার ব্যাপার ছাড়া। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তার মন্দকে অপছন্দ করি।" (বুখারী ৬৫০২)

سنن النوم

ঘুমের সুন্নত

১। অযূ অবস্থায় শোয়াঃ

١ ـ **النوم على وضوء:** قال النبي ﷺ للبراء بن عازب: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ» [متفق عليه: ٦٣١١-٦٨٨٢] .

অর্থাৎ, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বারা ইবনে আ'যেব (রাঃ)কে বলেন, "যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় ওযূ করে ডান কাত হয়ে শয়ন করবে।" (বুখারী ৬৩১১, মুসলিম ৬৮৮২)

২। ঘুমের পূর্বে সূরা ইখলাস নাস ও ফালাক পড়াঃ

٢ ـ **قراءة سورة الإخلاص ، والمعوذتين قبل النوم** ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)). [رواه البخاري ٥٠١٨]

[٥٠١٨

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) প্রতি রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় তালুদ্বয় একত্রিত ক'রে তাতে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর হাতদ্বয় দ্বারা শরীরের যতদূর পর্যন্ত বুলানো সম্ভব হতো, ততদূর পর্যন্ত বুলিয়ে নিতেন। স্বীয় মাথা, চেহারা এবং শরীরের সামনের দিক থেকে আরম্ভ করতেন। এইভাবে তিনি তিনবার করতেন।" (বুখারী ৫০১৭)

৩। শোয়ার সময় তাকবীর ও তাসবীহ পাঠ করাঃ

٣ ـ **التكبير والتسبيح عند المنام:** عن علي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال حين طلبت فاطمة-رضي الله عنها-خادما ((أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اربعاً وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)) [متفق عليه: ٦٣١٨ -٦٩١٥]

অর্থাৎ, আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর কাছে একটি চাকর চাইলে, তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের দু'জনকে এমন জিনিস বলে দেবো না, যা তোমাদের জন্য চাকরের চেয়েও উত্তম? তোমরা যখন বিছানায় শুতে যাবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য চাকরের চেয়েও উত্তম।" (বুখারী ৬৩১৮-মুসলিম ৬৯১৫)

৪। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দুআঃ

٤ - الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم عن عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)) [رواه البخاري: ١١٥٤].

অর্থাৎ, উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গা হলে বলে, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, আলহমদু লিল্লা-হ অ সুবহানাল্লা-হ অল্লাহু আকবার অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)অর্থ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি পূত-পবিত্র ও মহান। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই। তারপর সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা অন্য কোন দুআ করে, তাহলে তার দুআ কবুল করা হয়। এরপর সে অযু ক'রে নামায পড়লে, তার নামায গৃহীত হয়'। (বুখারী ১১৫৪)

৫। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে এ ব্যাপারে প্রমাণিত দুআটি পড়াঃ

٥ ـ **الدعاء عند الاستيقاظ من النوم** بالدعاء الوارد : ((اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَماَ أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) [رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان ﷺ: ٦٣١٢] .

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা-আমাতানা অ ইলাই-হিন্নুশূর) অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করলেন। আর তাঁরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (হাদীসটি ইমাম বুখারী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

سنن الوضوء والصلاة

ওযূ ও নামাযের সুন্নত

৬। এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুল্লি করা ও নাকে দেওয়াঃ

٦ ـ **المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة**: عن عبد الله زيد ﷺ أنَّ رسُوْلَ الله ﷺ ((تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ)) [رواه مسلم : ٥٥٥].

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লা- ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুল্লি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন (মুসলিম ৫৫৫)

৭। গোসলের পূর্বে ওযূ করাঃ

٧ ـ**الوضوء قبل الغسل** : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ((كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ

بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ)) [رواه البخاري :٢٣٤].

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন ফরয গোসল করতেন, তখন প্রথমে স্বীয় হস্তদ্বয় ধৌত করতেন। অতঃপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলিকে পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর দু'হাত দিয়ে তিন অঞ্জলি পানি নিজের মাথায় ঢালতেন। পরিশেষে সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিতেন"। (বুখারী ২৩৪)

৮। অযূর শেষে দুআঃ

٨ - التشهد بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) [رواه مسلم: ٢٣٤].

অর্থাৎ, উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুন্দর করে অযূ ক'রে বলে, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা- ল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'। (মুসলিম ২৩৪)

৯। ওযূ-গোসলে পানি পরিমিত খরচ করাঃ

٩ - الاقتصاد في الماء: عن أنسٍ قال: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ)) [متفق عليه: ٢٠١ - ٣٢٥].

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)) এক সা' হতে পাঁচ মুদ (কম-বেশী ২৫০০ থেকে ৩১২৫ গ্রাম) পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ (কম-বেশী ৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযূ করতেন।" (বুখারী ২০১, মুসলিম ৩২৫)

১০। ওযূর পর দু'রাকআত নামায পড়াঃ

١٠ - صلاة ركعتين بعد الوضوء: قال النبي ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه من حديث حُمران مولى عثمان رضي الله عنهما: ١٥٩ - ٥٣٩].

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযূ ক'রে একাগ্রচিত্তে দু'রাকআত নামায পড়বে, তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ১৫৯, মুসলিম ৫৩৯)

১১। মুআযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলি বলা এবং আযান শেষে নবীর উপর দরূদ পাঠ করাঃ

١١ ـ الترديد مع المؤذن ثم الصلاة على النبي ﷺ : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا... الحديث)) [رواه مسلم: ٣٨٤].

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে, তখন তোমরাও তার সাথে অনুরূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, তার উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন'। (মুসলিম ৩৮৪)

নবীর উপর দরূদ পাঠ ক'রে এই দু'আটি পড়বে,

ثم يقول بعد الصلاة على النبي ﷺ ((اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ))

رواه البخاري. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي ﷺ .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান করো। তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো'।(বুখারী) যে ব্যক্তি এই দুআটি পড়বে, তার জন্য নবীর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

১২। বেশী বেশী দাঁতন করাঃ

١٢ ـ الإكثار من السواك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) [متفق عليه: ٨٨٧ - ٢٥٢].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মতের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করার নির্দেশ করতাম।" (বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ২৫২)

❖❖ كما ان من السنة، السواك عند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضـــوء ، وعند تغير رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل.

** নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে, অযু করার সময়, মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় এবং বাড়িতে প্রবেশ ক'রে দাঁতন করাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

১৩। অগ্রিম মসজিদে যাওয়াঃ

١٣ ـ التبكير إلى المسجد : عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : ((... وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (التبكير) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ... الحديث [متفق عليه: ٦١٥-٤٣٧].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "আর তারা যদি জানতো অগ্রীম নামাযে আসার ফযীলত কত বেশী, তাহলে অবশ্যই তারা

আগেই (নামাযের জন্য) আসতো।" (বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭)

১৪। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়াঃ

١٤ ـ الذهاب إلى المسجد ماشيا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ)) [رواه مسلم: ٢٥١].

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের খবর দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন এবং তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১)

১৫। শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসাঃ

١٥ ـ إتيان الصلاة بسكينة ووقار: عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) [متفق عليه: ٩٠٨ – ٦٠٢].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যখন নামায আরম্ভ হয়ে যায়, তখন দৌড়ে তাতে শামিল হয়ো না। বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে এসে তাতে শামিল হও। যতটুকু পাও পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায় পরে পূরণ করে নাও।" (বুখারী ৯০৮, মুসলিম ৬০২)

১৬। মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও বের হওয়ার সময় দুআ' পড়াঃ

١٦ ـ **الدعاء عند دخول المسجد ، والخروج منه** : عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ))

[رواه مسلم : ٧١٣].

অর্থাৎ, আবূ হুমাইদ আস্‌সায়েদী অথবা আবূ উসাইদ (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যেন বলে, 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'। (হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও।) আর যখন বের হয়, তখন যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফায- লীকা'। (হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।) (মুসলিম ৭১৩)

১৭। সুতরা সামনে রেখে নামায পড়াঃ

١٧ ـ **الصلاة إلى سترة :** عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ)) [رواه مسلم: ٤٩٩].

অর্থাৎ, মুসা ইবনে ত্বালহা (রাঃ)তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নিজের সামনে বাহনের জিনের পিছনের কাঠের ন্যায় কিছু রেখে নিয়ে নামায পড়লে সামনে দিকে কেউ অতিক্রম করলে তার কোন পরোয়া করার দরকার নেই।" (মুসলিম ৪৯৯)

❖ **السترة هي:** ما يجعله المصلي أمامه حين الصلاة ، مثل: الجدار ، أو العمود ، أو غيره.

* **সুতরা হলো,** যাকে সামনে করে বা সামনে রেখে মুসাল্লী নামায পড়ে। যেমন, দেওয়াল অথবা কোন কাঠ কিংবা অন্য কোন জিনিস। এর উচ্চতা হবে প্রায় ১২ ইঞ্চি (এক ফিট) পরিমাণ।

১৮। দুই সাজদার মধ্যেখানে ইক্ব'আর নিয়মে বসাঃ

١٨ ـ **الإقعاء بين السجدتين:** عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ)) [رواه مسلم: ٥٣٦].

অর্থাৎ, আবূ যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি ত্বাউসকে বলতে শুনে-ছেন, তিনি বলেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দু'পায়ের উপর

ইক্বআ'র নিয়মে বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নত। আমরা তাঁকে বললাম, এতে তো পায়ের প্রতি যুলুম করা হয়। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, বরং এটা তোমার নবীর সুন্নত। (মুসলিম ৫৩৬)

❖ **الإقعاء هو:** نصب القدمين والجلوس على العقبين ، ويكون ذلك حين الجلوس.

***ইক্বআ হলো,** দু'পাকে খাড়া রেখে গোড়ালির উপর বসা। আর এটা হয় দুই সাজদার মধ্যের বৈঠকে।

১৯। শেষ বৈঠকে নিতম্ব জমিনে লাগিয়ে বসাঃ

١٩ ـ **التورك في التشهد الثاني:** عَنْ أَبِيْ حُمَيد الساعدي ﷺ قال: كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ)) [رواه البخاري: ٨٢٨] .

অর্থাৎ, আবূ হুমায়েদ আস্‌সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন শেষ রাকআ'তে বসতেন, তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।" (বুখারী ৮২৮)

২০। সালামের পূর্বে বেশী বেশী দু'আ করাঃ

٢٠ ـ **الإكثار من الدعاء قبل التسليم:** عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -إلى أن قال: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)) [رواه البخاري: ٨٣٥] .

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর পিছনে নামায পড়তাম------শেষে বললেন, অতঃপর (তাশাহ হুদ ও দরূদের পর) প্রত্যেকে নিজের পছন্দমত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করবে।" (বুখারী ৮৩৫)

২১। সুন্নাত নামাযগুলি আদায় করাঃ

٢١ ـ أداء السنن الرواتب : عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) [رواه مسلم : ٧٢٨].

অর্থাৎ, উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন যে, "কোন মুসলিম যখন আল্লাহর জন্য প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়াও আরো বার রাকআ'ত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন।" (মুসলিম ১৬৯৬)

❖ **السنن الرواتب:** عددها اثنتا عشرة ركعة، في اليوم والليلة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر.

* **সুন্নত নামায হলো বার রাকআ'ত** যোহরের পূর্বে চার রাকআ'ত ও পরে দু'রাকআ'ত, মাগরিবের পরে দু'রাকআ'ত, ঈশার পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

২২। চাশ্তের নামায পড়াঃ

٢٢ ـ صلاة الضحى : عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)) [رواه مسلم: ٧٢٠]

অর্থাৎ, আবূ যার (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তাকে তার প্রত্যেক জোড়াগুলোর পরিবর্তে সাদক্বা দেয়া লাগে। কাজেই প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয়, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এ সবের মুকাবিলায় চাশ্‌তের দু'রাকআ'ত নামাযই হবে যথেষ্ট"। (মুসলিম ৭২০)

❖ **وأفضل** وقتها حين ارتفاع النهار، واشتداد حرارة الشمس ، ويخرج وقتها بقيام قائم الظهيرة، وأقلها ركعتان ، ولا حدَّ لأكثرها.

*** এই নামাযের উত্তম সময় হলো,** সূর্য পূর্ণ উদিত হওয়া থেকে ঠিক সূর্য মাথার উপরে আসা পর্যন্ত। এই নামাযের সংখ্যা হলো কম-পক্ষে দু'রাকআ'ত আর বেশীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

২৩। রাতে উঠে নামায পড়াঃ

٢٣ ـ **قيام الليل** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ: ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)) [رواه مسلم: ١١٦٣].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো, ফরয নামাযের পর কোন্ নামায সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো, রাতে উঠে নামায পড়া'। (মুসলিম ১১৬৩)

২৪। বিতর নামায পড়াঃ

٢٤ ـ**صلاة الوتر**: عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)) [متفق عليه:٩٩٨ – ٧٥١].

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে বিতর করে নাও।" (বুখারী ৯৯৮, মুসলিম ৭৫১)

২৫। জুতো পরে নামায পড়াঃ তবে জুতোদ্বয়ের পবিত্র থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

٢٥ ـ **الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما** : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ)) [رواه البخاري: ٣٨٦]

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কি জুতো পরে নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

(বুখারী ৩৮৬)

২৬। কুবার মসজিদে নামায পড়াঃ

٢٦ ـ الصلاة في مسجد قباء: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)) زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)) [متفق عليه: ١١٩٤ – ١٣٩٩]

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বাহনে চড়ে ও পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় এসে দু'রাকআ'ত নামায পড়তেন'। (বুখারী ১১৯৪, মুসলিম ১৩৯৯)

২৭। ঘরে নফল নামায পড়াঃ

٢٧ ـ أداء صلاة النافلة في البيت : جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)) [رواه مسلم: ٧٧٨].

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায সমাপ্তি করে সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ তার বাড়িতে পড়ার জন্য ছেড়ে রাখে। কারণ, আল্লাহ বাড়িতে নামায পড়ার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (মুসলিম ৭৭৮)

২৮। ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনার) নামায পড়াঃ

٢٨ ـ صلاة الاستخارة: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ)) [رواه البخاري: ١١٦٦].

অর্থাৎ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে ঐভাবেই ইস্তিখারার নামায শিখাতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন।" (বুখারী ১১৬৬)

***এই নামাযের নিয়ম হলো,** প্রথমে দু'রাকআ'ত নামায আদায় করবে তারপর এই দুআটি পড়বে,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (و يُسَمِّي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ)).

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি ইলমিকা, অ আস্তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা, অ আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম, ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু, অ তা'লামু অলা আ'লামু, অ আন্তা আ'ল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা খায়রুল লী ফী দ্বীনী অ মাআ'শী অ আ'ক্বিবাতি আম্‌রী ফাক্বদুরহু লী অ ইয়াস্‌সিরহু লী সুম্মা বারিকলী ফী-হ, অ ইন কুন্তা তা'লামু

আন্না হাযাল আম্‌রা শার্‌রুল লী ফী দ্বীনী অ মাআ'শী অ আক্বিবাতি আম্‌রী ফাসরিফহু আ'ন্নী অসরিফনী আনহু, অক্বদুর লীয়াল খায়রা হায়সু কানা সুম্মা আরযিনী বিহী)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার ইল্‌মের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার ক্বুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজটি উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয়, তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, অতঃপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি এই কাজটি তোমার জ্ঞানের আলোকে আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে অনিষ্টকর হয়, তবে উহাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও উহা হতে দূরে সরিয়ে রাখো। তার পর কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো।"

২৯। ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযেই বসে থাকাঃ

٢٩ - **الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس:** عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا)) [رواه مسلم: ٦٧٠].

অর্থাৎ, জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ফজর নামায পড়ে নিয়ে সূর্য ভালভাবে উঠা পর্যন্ত স্বীয় জায়নামাযেই বসে থাকতেন'। (মুসলিম ৬৭০)

৩০। জুমআ'র দিনে গোসল করাঃ

٣٠ ـ **الاغتسال يوم الجمعة** : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) [متفق عليه: ٨٧٧ -٨٤٦].

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন জুমআ'র জন্য আসে, তখন সে যেন গোসল ক'রে আসে"। (বুখারী ৮৭৭, মুসলিম ৮৪৬)

৩১। জুমআ'র জন্য সকাল সকাল আসাঃ

٣١ ـ **التبكير إلى صلاة الجمعة** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتْ المَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَمَثَلُ المُهَجِّرِ (أي: المبكر) كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) [متفق عليه: ٩٢٩ - ٨٥٠].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিঅসাল্লাম বলেছেন, "জুমআ'র দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশ

তারা অবস্থান ক'রে আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। আর যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি উট কোরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কোরবানী করে। এরপর আগমনকারী তার মত, যে একটি দুম্বা কোরবানী করে। তারপর যে আসে সে হলো, (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) মুরগী জবাইকারীর ন্যায়। এরপর যে আসে সে হলো, একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁদের দফতর গুটিয়ে নিয়ে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনতে লাগেন।" (বুখারী ৯২৯, মুসলিম ৮৫০)

৩২। জুমআ'র দিনে দুআ' কবুল হওয়ার মুহূর্তটি খোঁজ করাঃ

٣٢ ـ **تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة :** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا)) وأشار بيده يقللها. [متفق عليه: ٩٣٥ - ٨٥٢].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জুমআ'র দিনের উল্লেখ ক'রে বললেন, 'এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোন মুসলিম বান্দা যদি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোন কিছু চায়, তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করেন। আর তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত'। (বুখারী

৯৩৫, মুসলিম ৮৫২)

৩৩। ঈদের মাঠে এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য পথে ফিরে আসাঃ

٣٣ ـ الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والعودة من طريق آخر: عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ)) [رواه البخاري: ٩٨٦].

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) "ঈদের দিন (ফিরার সময়) ভিন্ন পথে আসতেন।" (বুখারী ৯৮৬)

৩৪। জানাযার নামাযে শরীক হওয়াঃ

٣٤ ـ الصلاة على الجنازة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ)) قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) [رواه مسلم: ٩٤٥].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত থাকে, সে এক ক্বীরাত নেকী পায়। আর যে তাতে শরীক হয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বীরাত নেকী পায়'। জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই ক্বীরাত কি? বললেন, "দু'টি বড় বড় পাহাড়ের মত।" (মুসলিম ৯৪৫)

৩৫। কবর যিয়ারত করাঃ

٣٥ ـ زيارة المقابر: عن بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا...الحديث)) [رواه مسلم: ٩٧٧].

অর্থাৎ, বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা উহার যিয়ারত করো।" (মুসলিম ৯৭৭)

❖ ملحوظة: النساء محرم عليهن زيارة المقابر كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ وجمع من العلماء.

* বিঃ দ্রঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা হারাম। শায়খ ইবনে বায (রাহঃ) এবং আরো অনেক আলেমগণ এ ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

سنن الصيام

রোযার সুন্নত

৩৬। সাহরী খাওয়াঃ

٣٦ ـ السحور: عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)) [متفق عليه: ١٩٢٣ - ١٠٩٥].

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা সাহরী খাও।কেননা, সাহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।" (বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫)

৩৭। সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত ইফতারী করাঃ

٣٧ ـ **تعجيل الفطر** ، وذلك إذا تحقق غروب الشمس : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) [متفق عليه: ١٩٥٧ - ١٠٩٨].

অর্থাৎ, সাহ্‌ল ইবনে সাআ'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "লোকেরা যতদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে।" (বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮)

৩৮। রমযান মাসে তারাবীর নামায পড়াঃ

٣٨ ـ **قيام رمضان** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه: ٣٧-٧٥٩]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম করে (তারাবীর নামায পড়ে), তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৩৭, মুসলিম ৭৫৯)

৩৯। রমযান মাসে ই'তিকাফ করা। বিশেষ করে এই মাসের শেষ দশকেঃ

٣٩ ـ **الاعتكاف في رمضان** ، وخاصة في العشر الأواخر منه : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)) [رواه

البخاري: ٢٠٢٥].

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) "রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন।" (বুখারী ২০২৫)

৪০। শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখাঃ

٤٠ ـ **صوم ستة أيام من شوال:** عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) [رواه مسلم: ١١٦٤]

অর্থাৎ, আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখলো।" (মুসলিম ১১৬৪)

৪১। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ

٤١ ـ **صوم ثلاثة أيام من كل شهر:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ، صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) [متفق عليه: ١١٧٨-٧٢١].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো'। (বুখারী ১১৭৮, মুসলিম

৭২১)

৪২। আরাফার দিন রোযা রাখাঃ

٤٢ ـ صوم يوم عرفة : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) [رواه مسلم: ١١٦٢].

অর্থাৎ, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "আরাফার দিনের রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে তিনি বিগত এক বছরের ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন।" (মুসলিম ১১৬২)

৪৩। মুহার্‌রাম মাসের রোযা রাখাঃ

٤٣ ـ صوم يوم عاشوراء : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) [رواه مسلم: ١١٦٢].

অর্থাৎ, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "মুহার্‌রাম মাসের রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে তিনি বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন"। (মুসলিম ১১৬২)

سنن السفر

সফরের সুন্নত

৪৪। একজনকে আমীর নিযুক্ত করাঃ

٤٤ ـ اختيار أمير في السفر: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، و أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ((إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)) [رواه أبو داود: ٢٦٠٨].

অর্থাৎ, আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরয়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “যখন তিনজন কোন সফরে বের হয়, তখন তারা যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।” (আবূ দাউদ ২৬০৮)

৪৫। কোন উচ্চ স্থানে উঠার সময় তকবীর (আল্লাহু আকবার) এবং নিচু স্থানে অবতরণের সময় তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করাঃ

٤٥ ـ التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول: عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا)) [رواه البخاري: ٢٩٩٣].

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচু রাস্তায় আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর পাঠ করতাম এবং যখন নিচু রাস্তায় অবতরণ করতাম, তখন তাসবীহ্ পাঠ করতাম। (বুখারী ২৯৯৩)

❖ يكون التكبير عند صعود المرتفعات ، والتسبيح عند النزول وانحدار الطريق.

*কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় তাকবীর পাঠ করবে এবং উপর থেকে নীচে অবতরণ করার সময় তাসবীহ্ পাঠ করবে।

৪৬। কোন স্থানে অবতরণ করলে দুআ পড়াঃ

٤٦ ـ **الدعاء حين نزول منزل:** عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)) [رواه مسلم: ٢٧٠٨].

অর্থাৎ, খাওলা ইবনেতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ ক'রে বলে, 'আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা খালাক্ব' (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি) কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না, এ স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত।" (মুসলিম ২৭০৮)

৪৭। সফর থেকে ফিরে এলে আগে মসজিদে যাওয়াঃ

٤٧ ـ **البدء بالمسجد إذا قدم من السفر:** عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ)) [متفق عليه: ٣٠٨٨-

.[٧١٦

অর্থাৎ, কাআ'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন আগে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। (বুখারী ৩০৮৮, মুসলিম৭১৬)

سنن اللباس و الطعام

পোশাক ও পানাহারের সুন্নাত

৪৮। নতুন কাপড় পরার সময় দুআ করাঃ

٤٨ ـ **الدعاء عند لبس ثوب جديد:** عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) [رواه أبو داود: ٤٠٢٠].

অর্থাৎ, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কোন নতুন কাপড় পেতেন, তখন সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা হতো সেই নাম উচ্চারণ ক'রে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, আন্তা কাসাউতানী-হ, আস-আলোকা মিন খায়রিহি অ খায়রি মা সুনিয়া লাহু, অ আউযু বিকা মিন শাররিহি অ শাররি মা সুনিয়া লাহ'। অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং

এটি যার জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

৪৯। জুতো পরিধানে ডান পা দিয়ে শুরু করাঃ

٤٩ ـ **لبس النعل باليمين** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)) [متفق عليه:٥٨٥٥ - ٢٠٩٧].

অর্থাৎ, আবূ হুরয়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন জুতো পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে এবং যখন জুতো খুলবে, তখন যেন বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে। আর জুতো পরলে দু'টোই পরবে, খুলে রাখলে দু'টোই খুলে রাখবে।" (বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭)

৫০। খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলাঃ

٥٠ ـ **التسمية عند الاكل**: عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) [متفق عليه: ٥٣٧٦ - ٢٠٢٢].

অর্থাৎ, উমার ইবনে আবী সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালক হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর তত্ত্বাব- ধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকতো না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বললেন,

"হে বালক, আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে
খাও।" (বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ২০২২)

৫১। পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করাঃ

٥١ ـ حمد الله بعد الاكل والشرب: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) [رواه مسلم: ٢٧٣٤].

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ এমন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে খাবার খেয়ে এর (খাবারের) জন্য তাঁর প্রশংসা করে অথবা পান ক'রে এর (পানীয় বস্তুর) জন্য তাঁর প্রশংসা করে।" (মুসলিম ২৭৩৪)

৫২। বসে পান করাঃ

٥٢ ـ الجلوس عند الشرب : عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا)) [رواه مسلم: ٢٠٢٤].

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম ২০২৪)

৫৩। দুধ পান করে কুল্লি করাঃ

٥٣ ـ المضمضة من اللبن: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فمضمض

فَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَمًا)) [متفق عليه: ٢١١ - ٣٥٨].

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দুধ পান করে কুল্লি করেছেন এবং বলেছেন, ' দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে'। (বুখারী ২১১, মুসলিম ৩৫৮)

৫৪। খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করাঃ

٥٤ - **عدم عيب الطعام**: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: ((مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ)) [متفق عليه: ٥٤٠٩ - ٢٠٦٤]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কখনোও কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন নি। ইচ্ছা হলে আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন।" (বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪)

৫৫। তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করাঃ

٥٥ - **الاكل بثلاثة أصابع**: عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا)) رواه مسلم: ٢٠٣٢

অর্থাৎ, কাআ'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তিনটি আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করতেন এবং মুছে নেওয়ার পূর্বে স্বীয় হাত চেটে নিতেন।" (মুসলিম ২০৩২)

৫৬। রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করাঃ

٥٦ ـ الشرب والاستشفاء من ماء زمزم: عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مَاءِ زمزم: ((إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ)) [رواه مسلم: ٢٤٧٣]

زاد الطيالسي: ((وشفاء سُقم))

অর্থাৎ, আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যমযমের পানি সম্পর্কে বলেন, "উহা বরকতময় পানি। উহা খাদ্যের কাজ করে।" (মুসলিম ২৪৭৩) তায়ালাসী আরো একটু বৃদ্ধি করে বলেন, "এবং তাতে রয়েছে রোগের নিরাময়।"

৫৭। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়াঃ

٥٧ ـ الاكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ)) وفي رواية: ((ويأكلهن وترًا)) [رواه البخاري: ٩٥٣]

অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "তিনি বিজোড় খেজুর খেতেন।" (বুখারী ৯৫৩)

الذكر والدعاء

যিকর ও দুআ

৫৮। বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করাঃ

٥٨ ـ **الإكثار من قراءة القرآن :** عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)) [رواه مسلم: ٨٠٤].

অর্থাৎ, আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে।" (মুসলিম ৮০৪)

৫৯। সুন্দর সুরে কুরআন পড়াঃ

٥٩ ـ **تحسين الصوت بقراءة القرآن :** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)) [متفق عليه: ٧٥٤٤ – ٧٩٢].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেরূপ মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি দিয়েছেন অন্য কোন জিনিসকে ঐরূপ পড়ার অনুমতি দেন নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করতেন।" (বুখারী ৭৫৪৪, মুসলিম ৭৯২)

৬০। সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করাঃ

٦٠ ـ **ذكر الله على كل حال :** عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)) [رواه مسلم: ٣٧٣].

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করতেন।" (মুসলিম ৩৭৩)

৬১। তাসবীহ পাঠ করাঃ

٦١ ـ **التسبيح**: عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: ((مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) [رواه مسلم: ٢٧٢٦]

অর্থাৎ, জুয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একদা সকালের নামায পড়ে তাঁর কাছ থেকে উঠে বাইরে গেলেন। তিনি তখন তাঁর মসজিদ (নামাযের স্থানে) বসে ছিলেন। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) চাশ্‌তের সময় ফিরে এলেন। তখনও তিনি (জুয়াইরিয়া) বসে ছিলেন। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সেই অবস্থাতেই তুমি তখন থেকে বসে রয়েছো? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করেছি। আজ এ পর্যন্ত যা তুমি পাঠ করেছো

তার সাথে ওজন করলে এই কালেমা চারটির ওজনই বেশী। কালেমাগুলো হলো, 'সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহি, আদাদা খালক্বেহি, অ রিযা নাফসেহি, অ যিনাতা আরশেহি,অ মিদাদা কালেমাতিহি'। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টি সমান, তাঁর আরশের ওজনের পরিমাণ ও তাঁর কালেমা লিখতে যত কালির প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ। (মুসলিম ২৭২৬)

৬২। হাঁচির উত্তর দেওয়াঃ

٦٢ ـ **تشميت العاطس**: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لله، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) [رواه البخاري: ٦٢٢٤]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে, 'আলহাদুলিল্লাহ' এবং তার ভাই অথবা সাথী যেন (উত্তরে) বলে, 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' অতঃপর সে যেন বলে, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু অ ইউস্‌লেহ বালাকুম'। (বুখারী ৬২২৪)

৬৩। রোগীর জন্য দুআ করাঃ

٦٣ ـ **الدعاء للمريض**: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ طَهُورٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ)) [رواه البخاري: ٥٦٦٢]

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বলতেন, "লা বাসা ত্বহুর ইনশাআল্লাহ" (চিন্তার কোন কারণ নেই আল্লাহ চাহেতো পাপ মোচন হবে)। (বুখারী ৫৬৬২)

৬৪। ব্যথার স্থানে হাত রেখে দুআ পড়াঃ

٦٤ ـ **وضع اليد على موضع الألم ، مع الدعاء:** عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)) [رواه مسلم: ٢٢٠٢]

অর্থাৎ, উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে সেই ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাঁর শরীরে অনুভব করে আসছেন। তা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "শরীরে যেখানে ব্যথা অনুভব করছো সেখানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলো এবং সাতবার 'আউযু বিল্লাহি অ কুদরাতিহি মিন শার্‌রি মা আজিদু অ উহাযির' (আমি আল্লাহর মর্যাদা এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সেই ব্যথা থেকে আশ্রয় কামনা করছি, যা আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশঙ্কা করছি) পড়ো।" (মুসলিম ২২০২)

৬৫। মোরগের ডাক শুনে দুআ এবং গাধার আওয়ায শুনে শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করাঃ

٦٥ ـ **الدعاء عند سماع صياح الديك** ، والتعوذ عند سماع نهيق الحمار:

أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا)) [متفق عليه:٣٣٠٣ - ٢٧٢٩].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ চাইবে। কারণ, সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার আওয়ায শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। কারণ, সে শয়তান দেখেছে'। (বুখারী ৩৩০৩, মুসলিম ২৭২৯)

৬৬। বৃষ্টি হওয়ার সময় দুআ করাঃ

٦٦ ـ **الدعاء عند نزول المطر:** عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)) [رواه البخاري: ١٠٣٢].

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন, তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা সাইয়েবান নাফেআ" (হে আল্লাহ মুষলধার উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও)। (বুখারী ১০৩২)

৬৭। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্র করাঃ

٦٧ ـ **ذكر الله عند دخول المنزل :** عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ:

الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ)) [رواه مسلم: ٢٠١٨].

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "যখন মানুষ স্বীয় বাড়িতে প্রবেশ করার সময় মহান আল্লাহর যিক্‌র করে নেয়, তখন শয়তান (তার সহচরদের) বলে, না তোমরা রাত্রিবাস করতে পারবে, আর না রাতের খাবার পাবে। কিন্তু প্রবেশ করার সময় যদি আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে বলে, তোমরা রাত্রিবাস করতে পারবে। আর যদি খাবার সময় আল্লাহর যিক্‌র না করে, তবে বলে, রাত্রিবাসও করতে পারবে এবং রাতের খাবারও পাবে।" (মুসলিম ২০১৮)

৬৮। মজলিসে আল্লাহর যিক্‌র করাঃ

٦٨ - **ذكر الله في المجلس:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (أي: حسرة) فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ)) [رواه الترمذي: ٣٣٨٠].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "লোকেরা যখন এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা না আল্লাহর যিক্‌র করে, আর না তাদের নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে, তখন এই মজলিস তাদের অনুতাপের কারণ হয়। এখন আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ক্ষমা করেও দিতে পারেন।" (তিরমিযী ৩৩৮০)

৬৯। পায়খানায় প্রবেশ কালে দুআ করাঃ

٦٩ ـ الدعاء عند دخول الخلاء: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ (أي: أراد دخول) الخَلَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ)) [متفق عليه: ٦٣٢٢-٣٧٥]

অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুষে অল খাবায়েষ' (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট খবিস জ্বিন নর-নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি)। (বুখারী ৬৩২২, মুসলিম ৩৭৫)

৭০। ঝড়-তুফানের সময় দুআ পড়াঃ

٧٠ ـ الدعاء عندما تعصف الريح: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) [رواه مسلم: ٨٩٩]

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ঝড়-তুফানের সময় বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা অ খায়রা মা-ফীহা অ খায়রা মা- উরসিলাত বিহি, অ আউযু বিকা মিন শার্‌রিহা অ শার্‌রি মা-ফিহা অ শার্‌রি মা-উরসিলাত বিহি' (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার (ঝড়-তুফানের) কল্যাণ কামনা করছি এবং আমি উহার ভিতরে নিহিত

কল্যাণ চাচ্ছি, আর সেই কল্যাণ যা উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি উহার অনিষ্ট হতে, উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট থেকে এবং যে ক্ষতি উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (মুসলিম ৮৯৯)

৭১। অনুপস্থিত মুসলিমদের জন্য দুআ করাঃ

٧١ ـ الدعاء للمسلمين بظهر الغيب: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ)) [رواه مسلم: ٢٧٣٢].

অর্থাৎ, আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ করে, তার সাথে নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আ-মীন, তোমার জন্যও অনুরূপ।" (মুসলিম ২৭৩২)

৭২। মুসীবতের সময় দুআ করাঃ

٧٢ ـ الدعاء عند المصيبة: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا)) [رواه مسلم: ٩١٨]

অর্থাৎ, উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, 'যে মুসলিমই বিপদে পতিত হলে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বলে, 'ইন্না

লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাযেউন, আল্লাহুম্মা জুরনী ফী মুসীবাতী অ আখলিফলী খায়রাম মিনহা' (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে নেকী দান করো এবং যা হারিয়ে গেছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করো।) তাহলে আল্লাহ তাকে তার চাইতে উত্তম জিনিস দান করেন'। (মুসলিম ৯১৮)

৭৩। বেশী বেশী সালাম প্রচার করাঃ

٧٣ ـ **إفشاء السلام**: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ،... وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ،... الحديث))

[متفق عليه: ٥١٧٥ - ٢٠٦٦].

অর্থাৎ, বারা ইবনে আ'যিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে সাতটি জিনিস করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন রোগীদের দেখতে যাওয়ার--- এবং সালামের ব্যাপক প্রচলন করার। (বুখারী ৫১৭৫, মুসলিম ২০৬৬)

سنن متنوعة

বিভিন্ন প্রকার সুন্নতসমূহ

৭৪। জ্ঞানার্জন করাঃ

٧٤ ـ **طلب العلم**: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ)) [رواه مسلم:

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহর তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম ২৬৯৯)

৭৫। প্রবেশ করার পূর্বে তিনবার অনুমতি চাওয়াঃ

٧٥ ـ الاستئذان قبل الدخول ثلاثاً: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ)) [متفق عليه: ٦٢٤٥- ٢١٥٣].

অর্থাৎ, আবূ মুসা আশআ'রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তিনবার অনুমতি চাইবে। অনুমতি দিলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে।" (বুখারী ৬২৪৫, মুসলিম ২১৫৩)

৭৬। খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াঃ

٧٦ ـ تحنيك المولود : عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ الحديث))[متفق عليه: ٥٤٦٧ - ٢١٤٥]

অর্থাৎ, আবূ মুসা আশআ'রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক পুত্র সান্তান জন্ম গ্রহণ করলো। আমি তাকে নিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন, ইবরাহীম এবং খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার জন্য বরকতের

বরকতের দুআ করলেন। (বুখারী ৫৪৬৭, মুসলিম ২১৪৫)

❖ **التحنيك:** هو مضغ طعام حلو ، وتحريكه في فم المولود ، والأفضل أن يكون التحنيك بالتمر.

*কোন মিষ্টি জিনিস চিবিয়ে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াকে ‘ তাহনীক’ বলা হয়। এটা খেজুর হওয়াই উত্তম।

৭৭। আক্বীক্বা করাঃ

ـالعقيقة عن المولود : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ)) [رواه أحمد: ٢٥٧٦٤] .

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়ের পক্ষ থেকে একটি এবং ছেলের পক্ষ থেকে দু' টি ছাগল আক্বীক্বা করার। (আহমদ ২৫৭৬৪)

৭৮। বৃষ্টির পানি লাগার জন্য শরীরের কোন অংশ খোলাঃ

٧٨ **ـكشف بعض البدن ليصيبه المطر:** عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ. قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ))

[رواه مسلم: ٨٩٨] .

* حسر عن ثوبه أي: كشف بعض بدنه.

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে থাকাকালীন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর শরীরের কিছু অংশ খুলে ফেললেন যাতে সেখানে বৃষ্টির পানি লাগে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ রকম কেন করলেন? তিনি বললেন, 'কারণ ইহা (এই বৃষ্টির পানি) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট থেকে সদ্য আগত।" (মুসলিম ৮৯৮)

৭৯। রোগীকে দেখতে যাওয়াঃ

٧٩ ـ **عيادة المريض**: عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ)) قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: ((جَنَاهَا)) [رواه مسلم: ٢٥٦٨].

অর্থাৎ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করতে থাকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করা কি? তিনি বললেন, "এর ফলমূল সংগ্রহ করা।" (মুসলিম ২৫৬৮)

৮০। স্নিগ্ধ হাসাঃ

٨٠ ـ **التبسم**: عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)) [رواه مسلم: ٢٦٢٦].

অর্থাৎ, আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বললেন, "কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ ভেবো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।" (মুসলিম ২৬২৬)

৮১। আল্লাহর নিমিত্ত কারো যিয়ারত করাঃ

٨١ ـ التزاور في الله : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا (أي: أقعده على الطريق يرقبه) فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ)) [رواه مسلم: ٢٥٦٧].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেলো। আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছলো, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তার উপর তোমার কি কোন অনুগ্রহ আছে, যা তুমি আরো বৃদ্ধি করতে চাও? সে বললো, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্য তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকেও ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালবাসো।" (মুসলিম ২৫৬৭)

৮২। মানুষ তার ভাইকে জানিয়ে দেবে যে, সে তাকে ভালবাসেঃ

٨٢ ـ إعلام الرجل أخاه أنه يحبه : عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ)) [رواه أحمد: ١٦٣٠٣].

অর্থাৎ, মিক্বদাদ ইবনে মা'দী কারিবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ তার কোন ভাইকে ভালবাসে, তাহলে সে যেন তাকে তার ভালবাসার কথা জানিয়ে দেয়।" (আহমদ ১৬৩০৩)

৮৩। হাই তুলা রোধ করাঃ

٨٣ ـ رد التثاؤب: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ)) [متفق عليه: ٣٢٨٩ - ٢٩٩٤].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "হাই শয়তান কর্তৃক আসে। অতএব যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন সাধ্যানুসারে তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তুলে, তখন শয়তান হাসে।" (বুখারী ৩২৮৯, মুসলিম ২৯৯৪)

৮৪। মানুষের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করাঃ

٨٤ ـ إحسان الظن بالناس: أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ)) [متفق عليه: ٦٠٦٦-٢٠٦٣].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা (মন্দ) ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, (মন্দ) ধারণাই হচ্ছে সব থেকে বড় মিথ্যা।" (বুখারী ৬০৬৬, মুসলিম ২০৬৩)

৮৫। ঘরের কাজে পরিবারকে সাহায্য করাঃ

٨٥ ـ **معاونة الأهل في أعمال المنزل**: عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ (أي: خدمتهم) فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ)) [رواه البخاري: ٦٧٦].

অর্থাৎ, আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বাড়িতে কি করেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি বাড়িতে তাঁর পরিবারের কাজে সহযোগিতা করেন। যখন নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন নামাযের জন্য বেরিয়ে যান। (বুখারী ৬৭৬)

৮৬। স্বভাবগত অভ্যাসঃ

٨٦ ـ **سُنَنُ الفطرة**: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ (حلق شعر العانة)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)) [متفق عليه: ٥٨٨٩ - ٢٥٧].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "স্বভাবগত অভ্যাস হলো পাঁচটি অথবা পাঁচটি

হলো স্বভাবগত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। খাতনা করা, নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং মোচ খাটো করা"। (বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ২৫৭)

৮৭। এতীমদের দেখাশুনা করাঃ

٨٧ ـ **كفالة اليتيم**: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا)) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى [رواه البخاري: ٦٠٠٥].

অর্থাৎ, সাহল ইবনে সাআ'দ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি ও এতীমদের দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এত দূর ব্যবধানে থাকবো। তারপর তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন।" (বুখারী ৬০০৫)

৮৮। ক্রোধ থেকে বিরত থাকাঃ

٨٨ ـ **تجنب الغضب**: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)) فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ))[رواه البخاري: ٦١١٦].

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "রাগ করো না।" সে কয়েকবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, আর তিনি বললেন, "রাগ করো না।" (বুখা- রী ৬১১৬)

৮৯। আল্লাহর ভয়ে কাঁদাঃ

٨٩ ـ **البكاء من خشية الله** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يظلهم

اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وذكر منهم: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) [متفق عليه: ٦٦٠-١٠٣١].

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না---তাদের মধ্যে একজন হলো এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে চোখের পানি প্রবাহিত করে।" (বুখারী ৬৬০-মুসলিম ১০৩১)

৯০। সাদক্বা জারীয়াঃ

٩٠ - **الصدقة الجارية:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) [رواه مسلم: ١٦٣١]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের নেকী জারী থাকে। সাদক্বায়ে জারীয়া, ফলপ্রসূ ইল্ম এবং সুসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম ১৬৩১)

৯১। মসজিদ তৈরী করাঃ

٩١ - **بناء المساجد:** عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ، يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)) [متفق عليه: ٤٥٠ - ٥٣٣]

অর্থাৎ, উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। তিনি তাদের জবাবে বললেন, তোমরা অনেক কিছু বললে, কিন্তু আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করবেন।" (বুখারী ৪৫০, মুসলিম ৫৩৩)

৯২। কিনাবেচায় নরম ও সহজ পন্থা অবলম্বন করাঃ

٩٢ - **السماحة في البيع والشراء:** عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى))

[رواه البخاري: ٢٠٧٦]

অর্থাৎ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম করুন! যে বিক্রি করার সময়, কিনার সময় এবং স্বীয় অধিকার চাওয়ার সময় সহজ ও নরম পন্থা অবলম্বন করে।" (বুখারী ২০৭৬)

৯৩। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়াঃ

٩٣ - **إزالة الأذى عن الطريق:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ،

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)) [رواه البخاري و مسلم: ٦٥٤-١٩١٤]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথে একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেলে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" (বুখারী ৬৫৪ মুসলিম ১৯১৪)

৯৪। সদক্বা করাঃ

٩٤ ـ **الصدقة** : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) [متفق عليه: ١٤١٠-١٠١٤]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে-আল্লাহ তো হালাল বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না-তবে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (বুখারী ১০৪০, মুসলিম ১০১৪)

৯৫। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক আমল বেশী বেশী করাঃ

٩٥ ـ الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ (يعني: أيام العشر) قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: ((وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) [رواه البخاري: ٩٦٩]

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই (অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের) দিনগুলোতে যে আমল করা হয় তার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি উত্তম নয়? তিনি বললেন, "জিহাদও উত্তম নয়"। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মাল ধ্বংসের মুখে জেনেও জিহাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না"। (বুখারী ৯৬৯)

৯৬। টিকটিকি হত্যা করাঃ

٩٦ ـ قتل الوزغ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ)) [رواه مسلم: ٢٢٤٠]

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে সক্ষম হবে, তার নেকীর খাতায় একশত নেকী লিখে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে, প্রথমের থেকে কম নেকী পাবে এবং তৃতীয় আ-

ঘাতে মারলে, তার চেয়েও কম পাবে।" (মুসলিম ২২৪০)

৯৭। প্রত্যেক শোনা কথা বলে না বেড়ানোঃ

٩٧ ـ **النهي عن أن يُحَدِّثَ المرء بكل ما سمع**: عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) [رواه مسلم: ٥]

অর্থাৎ, হাফস্ ইবনে আ'সেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে সব শোনা কথা বলে বেড়াবে।" (মুসলিম ৫)

৯৮। নেকীর আশায় পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করাঃ

٩٨ ـ **احتساب النفقة على الأهل**: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)) [رواه البخاري و مسلم: ٥٢٥١-١٠٠٢]

অর্থাৎ, আবূ মাসউদ বাদরী রাঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মুসলিম নেকীর আশায় যা কিছু তার পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে' তা সবই তার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (মুসলিম ২৩২২)

৯৯। তাওয়াফে রামাল করাঃ

٩٩ ـ **الرَّمَل في الطواف**: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ (أي: رَمَلَ) ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ... الحديث))

[متفق عليه :١٦٤٤- ١٢٦١]

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) প্রথম তিন তাওয়াফে রামাল করতেন এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাবাভিকভাবে চলতেন।" (বুখারী ১৬৪৪, মুসলিম ১২৬১)

الرَّمَل: هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ويكون في الأشواط الثلاثة من الطواف الذي يأتي به المسلم أول ما يقدم إلى مكة ، سواء كان حاجًا أو معتمرًا.

রামাল হলো, ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলা। আর এটা হজ্জ বা উমরা আদায়কারী মক্কায় পৌছে প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে হবে।

১০০। অব্যাহতভাবে কোন নেক আমল করতে থাকা, যদিও তা স্বল্প হয়ঃ

١٠٠ **ـ المداومة على العمل الصالح وإن قل :** عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)) [متفق عليه: ٦٤٦٥- ٧٨٣]

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমলের মধ্যে কোন্

আমলটি আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়? তিনি বললেন, "এমন আমল যা অব্যাহত করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়।" (বুখারী ৬৪৬৫, মুসলিম ৭৮৩)

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وآله وصحبه أجمعين.